কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 25 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

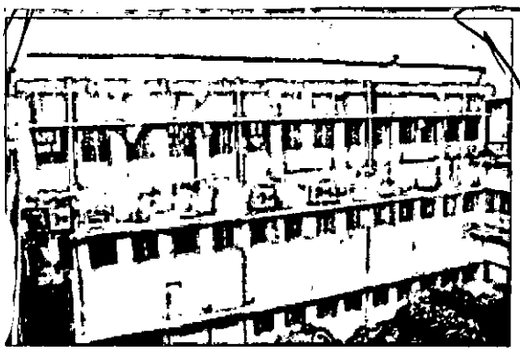

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বিভাগকেই ভবনের ছাদে কক্ষ তুলে সেখানে ক্লাস নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। ছবি : কালের কণ্ঠ

বিভাগ খোলার পর ভাবনার শুরু

যেমন চলছে ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অবকাঠামো, কারিগরি সুবিধা ও লোকবল বিবেচনা না করেই চালু

নতুন অনেক বিভাগে স্নাতক কোর্স চালুর পেছনে শিক্ষক রাজনীতি

রফিকুল ইসলাম ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত দুই দশকে ২৮টি নতুন বিভাগ, দুটি নতুন ইনস্টিটিউট চালু হয়েছে। এ ছাড়া পাঁচটি বিভাগকে ভেঙে ১১টি বিভাগ করা হয়েছে। নতুন অধিকাংশ বিভাগ শুরুতে মাস্টার্স কোর্স নিয়ে চালু হয়; পরে স্নাতক (অনার্স) কোর্স চালু করা হয়।

অবকাঠামো, কারিগরি সুবিধা, লোকবল—এসব বিবেচনায় না নিয়েই নতুন বিভাগ চালু করা হয়েছে। ফলে নানা সমস্যা দেখা দিচ্ছে। কিছু বিভাগ এবং কিছু বিভাগে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালুর যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।

বলা হচ্ছে, প্রয়োজনেই নতুন নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে; অথচ এর

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

বিভাগ খোলার পর ভাবনার শুরু

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

জন্য যে সবার আগে অবকাঠামো নিশ্চিত করতে হবে সে খেয়াল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নেই। প্রশাসনের কাছে শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষকদের বসার কক্ষের হিসাবই নেই।

নতুন বিভাগগুলোর বিষয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে, ক্লাসরুম, অফিস ও কারিগরি সরঞ্জামাদির সংকট তীব্র। শিক্ষার পরিসর পরিকল্পনা করে বাড়ানো হচ্ছে না; বরং বাড়ানোর পর পরিকল্পনার কথা বলা হচ্ছে। কখনো বাস্তবতার চেয়ে শিক্ষক-রাজনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বলে কারো কারো অভিযোগ।

বিশ্ববিদ্যালয়ে কতগুলো শ্রেণিকক্ষ, শিক্ষকদের বসার কতগুলো কক্ষ—এ হিসাব রেজিস্ট্রার ভবনের প্রকৌশল শাখায় থাকার কথা; কিন্তু নেই। অনুষদভিত্তিক একটা হিসাব ডিন অফিসেও থাকার কথা; কিন্তু অধিকাংশ অফিসেই নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) মফিজুর রহমান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকদের বসার কক্ষের হিসাব এখানেই থাকার কথা; কিন্তু কোনো হিসাব আমাদের কাছে নেই।' তিনি বলেন, শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষকদের বসার জায়গার সংকট রয়েছে—এটা সবারই জানা। সিনিয়র শিক্ষকরা নিজস্ব কক্ষ পেয়েছেন। অনেক কক্ষই ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা হয়। সব জুনিয়র শিক্ষকের জন্য কক্ষের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

মফিজুর রহমান আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভাগের সংখ্যা বাড়ায় নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ২৬৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। সেটি সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

অধিকাংশ অনুষদেই শ্রেণিকক্ষের হিসাব নেই; কোথাও থাকলেও যথাযথ নয়। ফলে সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব হয়নি।

২০১৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতিকে আধুনিক করার লক্ষ্যে 'আধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন ও আধুনিক শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ' শীর্ষক উপ-প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ওই প্রকল্পের আওতায় ২১০টি শ্রেণিকক্ষ চিহ্নিত করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বসানো হয়। এ হিসাব ধরে প্রশাসনিক ভবনের এক কর্মকর্তা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় আড়াই শ শ্রেণিকক্ষ রয়েছে।

কলা অনুষদের নিজস্ব চেষ্টায় শুধু কলা ভবনের শ্রেণিকক্ষের একটা হিসাব তৈরি করা হয়েছে। তবে শিক্ষকদের জন্য কতগুলো কক্ষ বরাদ্দ রয়েছে সে হিসাব নেই।

কলা অনুষদের ডিন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ছয়তলা কলাভবনে বিভাগ রয়েছে ২৮টি। আগে ছিল ৩৩টি। পাঁচটি বিভাগ নির্মাণাধীন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কলা ভবনে শ্রেণিকক্ষ রয়েছে ৪৩টি। এ ছাড়া কলা অনুষদের ব্যবস্থাধীন লেকচার থিয়েটারে (স্বতন্ত্র ভবন) ছটি শ্রেণিকক্ষ রয়েছে।

কলা ভবন ও লেকচার থিয়েটারের মোট ৪৯টি কক্ষে এক দিনে (এক কক্ষে দিনে সর্বোচ্চ চারটি ক্লাস ধরে) ১৯৬টি ক্লাস নেওয়া সম্ভব। কলা ভবনের ২৮টি বিভাগের প্রত্যেক বিভাগের পাঁচটি করে (স্নাতক ও স্নাতকোত্তর) ১৪০টি ব্যাচ রয়েছে। দিনে এক ব্যাচের একটি মাত্র ক্লাস ধরে নিলে ১৪০টি ক্লাস হয়—এ হিসাবে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ রয়েছে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে এক দিনে একই ব্যাচের একাধিক ক্লাস হয়। যদি প্রতি ব্যাচের দুটো করেও ক্লাস হয় তাহলে দিনে মোট ২৮০টি ক্লাস হয়। প্রায়ই অনেক ব্যাচের তিনটি ক্লাসও হয়, চারটিও হয়। মাঝেমধ্যে পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনেও কক্ষগুলো ব্যবহৃত হয়। ফলে শ্রেণিকক্ষের অভাব যে প্রকট এটা সহজেই অনুমেয়।

কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক আখতারুজ্জামান বলেন, সময়ের প্রয়োজনে নতুন বিভাগ খোলার প্রয়োজন আছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো—বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বিভাগ খোলার কারণে অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা দেখা দিয়েছে। অবকাঠামো বাড়ছে না। এ সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অবকাঠামোর সংকট রয়েছে। নতুন নতুন বিভাগ খোলা হলেও একাডেমিক ভবন বাড়ছে না।

অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন, সময় ও প্রায়োগিক প্রয়োজন থেকে নতুন বিভাগ চালু করা হয়েছে। অবকাঠামোর সুবিধা না থাকলে শিক্ষা কার্যক্রম ও গবেষণা করা সম্ভব হবে না। শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক আজাদ চৌধুরী বলেন, নতুন বিভাগ খোলা হয় সমাজ ও সময়ের প্রয়োজনে। দাতাসংস্থার তাগিদে নয়।

প্রশাসনিক কর্মকর্তারা জানান, ক্লাসরুম সংকট নিরসন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের সুবিধার জন্য ২০০৮ সালে সামাজিক বিজ্ঞান ভবনের নির্মাণ শুরু হয়। ১২ তলা ভবনটির ছয়তলা পর্যন্ত শেষ হয়েছে গত সাত বছরে। নির্মাণাধীন ভবনে ঝুঁকি নিয়েই কয়েকটি বিভাগকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। স্বতন্ত্র অনুষদ ভবন করার উদ্দেশ্যে এটা নির্মাণ করা হচ্ছে। নির্মাণ সম্পন্ন হলে নতুন অনেক বিভাগের জায়গার ব্যবস্থা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, নতুন বিভাগগুলো সমস্যায় রয়েছে। তাদের জন্য নিজস্ব জায়গার ব্যবস্থা করা এখনো সম্ভব হয়নি। তবে শিগগির এ সংকটের সমাধান হবে।

প্রাসঙ্গিকতা ও যৌক্তিকতা বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের বক্তব্য : কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডার বিভাগের চেয়ারম্যান হাকিম আরিফ বলেন, এটি একটি প্রফেশনাল কোর্স। সমাজে ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মানুষের ভাষাগত ও যোগাযোগবিষয়ক নানা সমস্যা রয়েছে। স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এসব সমস্যা ক্রমেই বাড়ছে। কাজেই এসব সমস্যা সমাধানের প্রয়োজন রয়েছে। এ বিভাগ থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা সে কাজটিই করবে।

২০১৩ সালে মাস্টার্স কোর্স হিসেবে চালু হয় অপরাধবিজ্ঞান বিভাগ। পরে বছরই অনার্স কোর্স চালু হয়। পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিয়োজিত ব্যক্তি বা অন্য কেউ উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের প্রয়োজনে এখানে পড়াশুনা করতে পারেন। অনার্স চালু করার যৌক্তিকতার বিষয়ে শিক্ষকরা বলেন সমাজে ক্রমাগত পরিবর্তন ঘটছে, মানুষের সম্পর্কেও পরিবর্তন ঘটছে এসবের অভিঘাতে বিভিন্ন প্রপঞ্চ দেখা দিচ্ছে; অপরাধ-প্রবণতাও বাড়ছে। এসব ব্যাপারে দক্ষ জনবল তৈরির জন্যই অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।

বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিয়া রহমান বলেন, দেশের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থায় অদক্ষ লোক নিয়োগ দেওয়া হয়। এ বিভাগ থেকে পড়াশুনা শেষ করা শিক্ষার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হলে অপরাধের বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে। এ বিষয়ের প্রয়োগিক গুরুত্ব রয়েছে।

ভিন্নমতও আছে। বাংলা বিভাগের একজন অধ্যাপক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, বিভাগের সংখ্যা বাড়ছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন নতুন বিভাগের উপযোগিতাও রয়েছে। তবে সব বিভাগ যথাযথভাবে চলছে না। কারণ কিছু বিভাগ কেবলই স্নাতকোত্তর পর্বে অধ্যয়নের যোগ্য অথচ সেটিকে স্নাতক পর্বেও পড়ার যোগ্য বলা হচ্ছে। ওই অধ্যাপক আরো বলেন, মূলত মৌলিক বিষয়গুলো স্নাতক পর্বের অধ্যয়নে থাকা উচিত। কারণ এসব বিষয়ের ক্ষেত্র অনেক। কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক উভয় দিক প্রখর হলে স্নাতক কোর্স চালু করা যেতে পারে। তবে সব কটিই স্নাতক পর্বে পড়াতে হবে তা নয়, অথচ হচ্ছে। এটা অনেকাংশে শিক্ষকদের রাজনীতির কারণে হচ্ছে।